২০।১০।২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩......

শিক্ষার মান উন্নত করুন

নিয়ামত হোসেন

শিক্ষাসংক্রান্ত কোন কোন তথ্যের দিকে তাকালে প্রতীয়মান হবে দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। শে এখন সাক্ষরতার হার ৬৫.৫ ভাগ। এককালে য়েরা বিদ্যালয়ে খুব কমই আসত। এখন দেশের ক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৫৩ ঃ ৪৭। ১৯৭১ লে দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। এখন ১৩ গটির ওপর। এখন প্রাথমিক স্তর থেকে মাস্টার্স লেভেল র্যন্ত সকল স্তরে প্রায় ২ কোটি ৮২ লাখ শিক্ষার্থী খাপড়া করছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল নফরমেশন এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের (ব্যানবেইস) তথ্য টি। এগুলো পাওয়া যায় ১৯৯৯ সালের এপ্রিল থেকে রিচালিত এক জরিপে। তথ্যগুলোর মাধ্যমে দেশে শিক্ষা স্তারের চিত্রটি ফুটে ওঠে। এর সঙ্গে এই তথ্যগুলোও সঙ্গত বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালে এ দেশে শ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র একটি। ইঞ্জিনিয়ারিং বা কৃষি এ রনের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। সে সময় মেডিক্যাল লেজও ছিল মাত্র একটি। এখন দেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়, নেক মেডিক্যাল কলেজ। এখন কলেজও বহু, বলতে গলে প্রায় প্রত্যেক উপজেলায় একাধিক কলেজ। এসব তথ্যেও শিক্ষা বিস্তার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজের গ্রগতিই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর পরও প্রশ্ন হচ্ছে, মামাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি কি সত্যিই ভালভাবে তথা স্বাভাবিক গতিতে চলেছে? দেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হতে আর কত বাকি? যারা নিরক্ষরতামুক্ত হয়ে সাক্ষর হচ্ছে, তারা কী শিখছে? শিক্ষাক্ষেত্রের চিত্রটি আসলে কিরূপ? গত ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী আবহাওয়ায় ৫ অক্টোবর দেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এই দিবসের প্রেক্ষাপটেই উপরোক্ত বিষয়গুলো সামনে এসেছে।

উপরোক্ত তথ্যগুলো যে সঠিক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঐ তথ্যগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা ও সাক্ষরতার অগ্রগতিও যে চিহ্নিত হয় সন্দেহ নেই তাতেও। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা একটি-দু'টি নয়। বলা যায়, এ ক্ষেত্রে রয়েছে বহু রকমের সমস্যা। সমস্যা সব পর্যায়ের তথা সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ই দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে সমস্যা অর্থাৎ সময়মতো পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের হাতে না পৌঁছানো, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে যেগুলো সাইনবোর্ডসর্বস্ব। পাস করার পরও বহু ছাত্রের পরবর্তী পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পাওয়া, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ডোনেশন ব্যবস্থা চালু থাকা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন বন্ধ থাকা, সেশনজট ইত্যাদি হাজারো সমস্যা। এ প্রসঙ্গে দৈনিক জনকণ্ঠের সাম্প্রতিক একটি সংবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। সংবাদটিতে বলা হয়েছে, অনিশ্চয়তার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীরা সেশনজটের শিকার হচ্ছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অচলাবস্থার কারণে প্রায় ৫শ' পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এক বছরের সেশনজটে পড়েছে দেশের এই সেরা বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা। দেশের সেরা এই বিদ্যাপীঠের সমস্যা অনেকদিন ধরেই চলেছে। দীর্ঘকাল মীমাংসা না হওয়াতেই এই অবস্থার সৃষ্টি।

আমাদের দেশে খুব বড় রকমের একটি সমস্যা লেখাপড়া ঠিকমতো না করে পাস করার প্রবণতা অর্থাৎ নকল করে পাস করা। নকলের ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন কোন কোন শিক্ষক এবং অভিভাবকও। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে! আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা দুর্নীতি। এই দুর্নীতির বিষবৃক্ষের শিকড় বিস্তৃত হয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। এককথায় শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অব্যবস্থাপনা, নানা অনিয়ম ও সমস্যা। এগুলোর মধ্যে কোনটি প্রধান বলা মুশকিল।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস এ দেশে অনেকদিন ধরেই পালিত হয়ে আসছে। এ দিবসে শিক্ষকদের এবং শিক্ষাসম্পর্কিত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়, সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলো দূর করা জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁরাই গড়ে তোলেন শিক্ষিত মানুষ। তাঁদের পেশাটি যেমন গুরুত্বসম্পন্ন ও মর্যাদাকর, তেমনি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণও। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, এই পেশার প্রতি একালে ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ কম। অনেকেই এমন সব পেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেগুলোতে আর্থিক লাভ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি। আবার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে পড়তে পড়তে বহু ছাত্র যেমন মাঝপথে ঝরে যায়, তেমনি অনেক শিক্ষকও কাজ করতে করতে ঝরে যান, অর্থাৎ অন্য কোন সুবিধাজনক চাকরি পেলে শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। এর অর্থ হচ্ছে, তাঁরা এই পেশার চেয়ে নতুন পাওয়া পেশাটিকে উত্তম মনে করেন। সে জন্য এই পেশাটিকে আরও আকর্ষণীয় করতে হবে সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মর্যাদার দিক থেকে যেমন, তেমনি আর্থিক দিক থেকেও।

শিক্ষাক্ষেত্রের একটি বড় সামঞ্জস্যহীনতা হচ্ছে আমাদের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের তেমন যোগ নেই। ছেলেমেয়েরা শিক্ষা নিচ্ছে। তারা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হচ্ছে। কিন্তু তারা কাজ পাচ্ছে না। বেকার হয়ে ঘুরছে। হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার আমাদের দেশে। আমাদের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের ভেতর অসাধারণ মেধাবী, সত্যিকার শিক্ষিতের সংখ্যাও কম নয়। তারা শুধু বই মুখস্থ করা শিক্ষিত নয়, তাদের জ্ঞানের পরিধি বিশাল। তাদেরই পাশাপাশি আরেক ধরনের শিক্ষিত ছেলেমেয়ের জ্ঞানের বহর শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপরীত্যই প্রমাণ করে। কোন কোন শিক্ষায়তনে পড়াশোনা যথাযথভাবে হয়না এটাও যেমন সর্বাংশে মিথ্যা নয়, তেমনি এমন অনেক ছাত্র রয়েছে যারা যে-কারণেই হোক, পড়াশোনা না-করে নকল করেই পাস করার লক্ষ্য স্থির করে রাখে, এটাও মিথ্যা নয়। আমাদের কোন কোন বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নমানের শিক্ষার অভিযোগ নতুন নয়। এ-প্রসঙ্গে ঠিক এ ব্যাপারেই বিশ্বব্যাংকের সমালোচনার কথাটি স্মরণ করা যায়। বিশ্বব্যাংক কিছুদিন আগে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে এক রিপোর্টে বলেছিল, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে নিম্নমানের শিক্ষাঅর্জন। ন্যূনতম গণনা ও সাক্ষরতার মতো মৌলিক দক্ষতা অর্জন ছাড়াই অধিকাংশ শিক্ষার্থী পঞ্চমশ্রেণী ত্যাগ করে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার কী দশা, তার প্রকৃত ছবিটি দেখা গিয়েছিল কয়েকমাস আগে জনকণ্ঠে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

স্বাধীন দেশে নতুন প্রজন্মের হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলেমেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না, সমাজের জন্য কোন অবদান রাখতে পারছে না—এটা সমস্ত রকম পরিকল্পনাহীনতার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। শিক্ষার সঙ্গে কাজের যোগ থাকতে হবে। লেখাপড়া শিখে চাকরির নিশ্চয়তা থাকতে হবে। দেশে অশিক্ষিত বেকারও কম নয়। এদেরও কাজের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। সমাজ ও দেশের কাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল বেকারকে কাজে লাগাতে হবে এবং এভাবে দেশকে বেকারত্বমুক্ত করতে হবে। এর পর নতুন করে বেকারত্ব যাতে সৃষ্টি না হয় তারও ব্যবস্থা আগে থেকেই ভাবতে হবে।

সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ বরাদ্দও প্রয়োজন। বিভিন্ন সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা বলা হয়। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বলা প্রয়োজন সারা দুনিয়ায় উন্নত দেশগুলোসহ বহু উন্নয়নশীল দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে সরকার। মেধাবী শিক্ষকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করা এবং মেধাবী ছাত্রদের যথাযথ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর অর্থায়নের বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার। এ প্রসঙ্গে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঐ কমিশন জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সুপারিশ করে। ঐ সুপারিশে আরও বলা হয়েছিল, অল্পসময়ে ঐ ব্যয় শতকরা ৭ ভাগে উন্নীত করা প্রয়োজন। ঐ কমিশনের এই সুপারিশ প্রণয়নের পর সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এখন শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির শতকরা ২ দশমিক ৮ ভাগ।

আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ছেলেরা কী শিখছে সেটাও একটু বিবেচনা করা দরকার। এখন জ্ঞানের যুগ, তথ্যপ্রবাহের যুগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আমাদের দেশে বিগত দশকগুলোয় শিক্ষিত হয়ে বেরিয়েছে এমন অনেকেরই জ্ঞানের বহর দেখে বিস্মিত হতে হয়। বিশেষ করে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় অনেকের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতে হয়।

'কেমন চলছে প্রাইমারী স্কুল' শীর্ষক এক ধারাবাহি রিপোর্টে। সেই রিপোর্টের সামান্য কয়েকটি কথা এখা তুলে দিলে অবস্থাটা বোঝা যাবে। ওর একটি রিপো বলা হয়েছিল ঃ 'দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধ নেমেছে। যোগ্য শিক্ষকের অভাব, শিক্ষাদানে আন্তরিক ও নিষ্ঠার অভাব, অভিভাবকদের দারিদ্র্য, ড্রপ-আউটে হার বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে পাঠশালাগুলো বলতে গো গোশালায় পরিণত হয়েছে। প্রায় অর্ধকোটি শিশু এখ স্কুলে যায়না। বিশহাজার গ্রামে প্রাইমারী স্কুল বলতে বি নেই। রয়েছে শিক্ষক-সঙ্কট। শিক্ষাদান-পদ্ধ নিচুমানের। ফলে, ছাত্রদের শিক্ষার মানও এত নিচু চমকে ওঠার মতো!'

শিক্ষাজীবনের সূচনায় যদি কোন ছাত্রকে এ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, তাহলে তার শিক্ষিত হয়ে ও সুযোগ কতটুকু, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। একদি সূচনাপর্বে এই অবস্থা, আর অন্যদিকে উচ্চপর্যায়ে নানাধরনের সমস্যা। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন স লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বহু ঘটনা ঘটেছে। ঘটেছে দুঃখজনক সন্ত্রাসী ঘটনা। ঝরেছে বহু রক্ত। এসবের য লেখাপড়ার ক্ষতি হয়েছে। লেখাপড়ার পরিবেশ সম্পূর্ণ হয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষতি হওয়ার এই অনাকাঙ্ক্ষিত থেকে শিক্ষাঙ্গন পুরোপুরি মুক্ত হয়েছে একথা এ বলার সময় আসেনি। তবে, শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রা সকল সম্ভাবনা দূর করা দরকার আগামী প্রজ সত্যিকার শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার স্বার্থে।

শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডকে সবল হিসাবে খাড়া রাখতে হলে এইক্ষেত্রে প্রয়োজ অর্থায়নের কথা ভাবতে হবে। এই ক্ষেত্র থেকে সর্বপ দুর্নীতি, নেতিবাচক প্রবণতা স্থায়ীভাবে দূর করতে ক্ষেত্রটিকে সবসময় সন্ত্রাস-সহিংসতামুক্ত রাখতে মানুষগড়ার কারিগর শিক্ষকদের সর্বপ্রকার প্রয়োজ কথাও ভাবতে হবে। এই মহান পেশাটিকে আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মানবসম্পদ উন্নয়নের সহায়ক হবে। এগুলো করতে না-পারলে এ-শিক্ষায় এক হয়ত কিছু শিক্ষিত তৈরি হবে, কিন্তু অন্যা সামগ্রিকভাবে এটি হয়ে উঠবে নামে শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষ তৈরির একটি ব্যয়বহুল ব্যবস্থামাত্র